20 JAN 2017

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ হল

সুভাষ সিংহ রায়

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দুটি বই লিখেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের এ বই দুটির একটা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা'; আরেকটি 'স্যার ফিলিপ হার্টগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য'। এখানে অনেক বিষয় উঠে এসেছে। আমরা জানি, ১৯২১ সালের ১ জুলাই তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহত্তম ভূমিকা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সে ক্ষেত্রে জগন্নাথ হলই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে; ইতিহাস তারই সাক্ষ্য দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হলের মধ্যে জগন্নাথ হলই সবার আগে নির্মিত হয়। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ঘোষণার পরপরই, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই জগন্নাথ হলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, ঢাকা কলেজের মতো জগন্নাথ কলেজকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের। সে জন্য একটা আইন পাস করার কথাও বলা হয়। জগন্নাথ কলেজ ও জুবিলী স্কুলের জমির মালিক ছিলেন তিনজন ট্রাস্টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের ধারাগুলো এমনভাবে করার কথা বলা হয়, যাতে জগন্নাথ কলেজের মূল মালিকদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়। লেখা ছিল– So that if the trustees so desire a portion of the Jagannath hall in the Dacca University to be called the Jagannath Hall. (RCUC 1919, vol. IV, p. 203)

স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যেহেতু প্রথম উপাচার্য মনেপ্রাণে এক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাই প্রতিষ্ঠালগ্নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাপ পড়েছিল। তিনি জাতিতে ব্রিটিশ ও ধর্মে ইহুদি ছিলেন।

আইন বিভাগে সর্বোচ্চ বেতনে বাংলার গভর্নর ও চ্যান্সেলর রোনাল্ডসে নিয়োগ দেন ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে। তার প্রাথমিক বেতন ছিল এক হাজার টাকা। তাকে এত বেশি বেতন দেওয়ার কারণ, লাভজনক আইন পেশা ছেড়ে সার্বক্ষণিক শিক্ষকতায় কোনো বড় আইনজীবী আসতে চাননি। আজকের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা শুধু অর্থের কারণে অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে থাকেন। ড. নরেশ সেনগুপ্তের সর্বোচ্চ বেতনে যোগদান সবিশেষ গুরুত্ব দান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ একই সঙ্গে হয়। জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ হলেও নরেশ চন্দ্র ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল। যে কারণে পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতির প্রতিটি সংগ্রামে জগন্নাথ হলের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে এ হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীরা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বাধীনতার পর

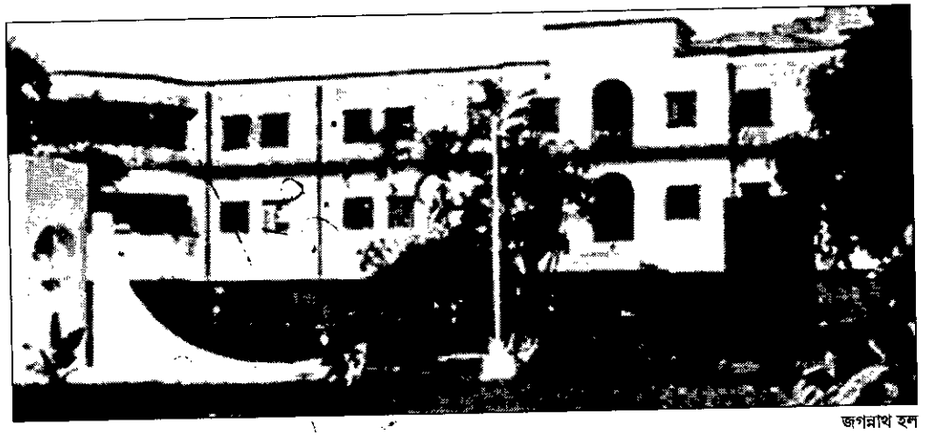

জগন্নাথ হল

দেশ গঠনে এই হল পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার কোনো তুলনা হয় না, যা কি-না অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এ হলের ছাত্ররা রক্ত বিক্রি করে হলের গণসমাধি তৈরি করেছিলেন, এখনকার সময়ে যা কল্পনাও করা যায় না। জগন্নাথ হল ছিল ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকেও এই হল থেকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ও জগন্নাথ হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষ এই লোকায়ত চেতনার ভিত্তি রচনা করে গেছেন। আগেই উল্লেখ করেছি, নরেশ সেনগুপ্ত ছিলেন প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত। তিনি তার বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের সঙ্গে জগন্নাথ হলের সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল। জগন্নাথ হলের দ্বিতীয় প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সময়ে কবি নজরুলকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

যা হোক নরেশ চন্দ্র প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলা যায়, তিনি কর্মকাণ্ডে প্রাণচঞ্চল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ হলের ছাত্র সংসদের কর্মকাণ্ড ছিল শিক্ষামূলক উদ্দীপনায় ভরা। আমরা জানি, হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক নামে একটি পদ এখনও আছে। জগন্নাথ হলের সমাজসেবা সম্পাদকের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হতো। তারা শুধু নিরক্ষরতা দূর নয়; বন্যা, মহামারীর মধ্যে ত্রাণ তৎপরতা চালাতেন। দরিদ্রদের মধ্যে পুরনো শীতবস্ত্র বিতরণসহ অনেক সমাজসেবামূলক কাজও করতেন। একেবারে গোড়া থেকেই প্রতিবেশী মুসলিম হলের সঙ্গে জগন্নাথ হলের ছাত্রদের এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রথম প্রাধ্যক্ষ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের এতে কম অবদান ছিল না।

সেই সময় খলিফা মামুনের নামে মুসলিম হলে 'আল মামুন ক্লাব' গড়ে উঠেছিল। ক্লাবটি ছিল একটি প্রগতিশীল সংগঠন; মুসলিম সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরত। খুবই বলিষ্ঠভাবে নারী স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা হতো, যা সে বর্ণবাদ ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বলতেন ও লিখতেন। জগন্নাথ হলের ছাত্ররা প্রথম থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন প্রথম ব্যবহার করা হয় এই হলে। জগন্নাথ হলের সঙ্গীতানুষ্ঠান শহরের সাধারণ মানুষও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অথবা হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে উপভোগ করত। জগন্নাথ হলেই প্রথম মেয়েদের নৃত্যানুষ্ঠান হয় বিশের দশকের শেষদিকে। মীরা দাশগুপ্ত নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। সে সময়কার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'জগন্নাথ হলে আবার মেয়ে নাচিল'। জগন্নাথ হল বিচিত্র সময়ের বিচারে খুবই সাহসিকতার বিষয়। এ ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন নরেশ সেনগুপ্ত, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক আব্দুল ওদুদ, ইতিহাসের বিখ্যাত অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো, বাংলার অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতজন। যে কারণে মুসলিম হলে প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ১০ আগস্ট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুসলিম হলের ছাত্র ইউনিয়ন সংবর্ধনা দিয়েছিল। সেখানে যে স্মারকলিপি পাঠ করা হয়েছিল তা সত্যিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মারকলিপির কয়েকটি বাক্য উৎকলন করলেই পাঠকদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

"হে পুণ্যচিত্ত, অনন্ত-রূপ-পিয়াসী সাধক!

আমাদের আদর্শ কর্ম্মপ্রাণ, স্নেহ-প্রবণ, ভক্ত-বীর হযরত মুহম্মদের জীবনের মূল-মন্ত্রটি তোমার একটি ছন্দে বেশ সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে–

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

তোমার এই ছন্দটি সেই পুরুষ-সিংহের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিকতর প্রগাঢ় করিয়া তুলে এবং নব নব ভাবে সেই মরুর যোগীকে দেখিবার ইচ্ছা জাগায়। অনন্ত বেদনার মাঝে, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে সেই বিরাট-পুরুষ আত্মার মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তামসিক ভারতে তুমিই নূতন করিয়া এই 'কর্ম্মের মধ্যে মুক্তি'র বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া নব নব কর্ম্মধারায় ভারতবাসীকে জাগ্রত করিয়াছ।" ঢাকার একটি কুটির শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে ছিল। জগন্নাথ হলের তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ ও ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার পুনর্জন্ম হয়, তা হচ্ছে 'কুশিদা'; বর্তমানে যার নাম জামদানি। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা তাদের উৎপাদনের চাহিদা ও বাজার সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ ছিল। অথচ এই চাহিদা ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জগন্নাথ হলের ছাত্ররা কারিগরদের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহলের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

যে অসাম্প্রদায়িক লোকায়ত চেতনা নিয়ে নরেশ সেনগুপ্ত জগন্নাথ হলকে গড়ে তুলেছিলেন, তা বৃথা যায়নি। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা বিষয়ে জগন্নাথ হলকে নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক আগেই তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জগন্নাথ হল ও অন্যান্য হলের প্রগতিশীল ছাত্ররা নব্য পাকিস্তানিদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। এখনও পাকিস্তানি এলোমেলো হাওয়া ঘুরপাক খেতে দেখা যায়। আজ জগন্নাথ হলের সাবেক ছাত্রদের ত্রয়োদশ পুনর্মিলনী। অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক
suvassingho@gmail.com